নবম অধ্যায়

স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান এবং অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশের সরকারি খাতের (Public Sector) প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত এবং সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ অন্যতম। এ সকল প্রতিষ্ঠান অলাভজনকভিত্তিতে স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আইন বা অধ্যাদেশমূলে সৃজন করা হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে ২৩০টি স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা পর্ষদ বা গভর্নিং বডির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় অধিকতর স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে থাকে। সরকার এ সকল প্রতিষ্ঠানকে অনুদান (Grants in Aid) প্রদানের মাধ্যমে অর্থায়ন করে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পরিচালন খাতে ১৭৪টি প্রতিষ্ঠানকে ১৬,৭১২.০০ কোটি টাকা এবং উন্নয়নখাতে ৬২টি প্রতিষ্ঠানকে ৩৮,৫০২.০০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সরকার প্রদত্ত মোট অনুদানের পরিমাণ ৫৫,২১৪.০০ কোটি টাকা, যা জাতীয় বাজেটের ৬.৯২ শতাংশ এবং জিডিপির ০.৯৮ শতাংশের সমান। স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত এবং সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ জনসেবা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা, সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ, পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তবে এ সকল প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়ের অপ্রতুলতার জন্য সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং নিজস্ব আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস তথা স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে রাষ্ট্রায়ত্ত অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (SOEs) শিল্প, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, কৃষি ও পরিবহন খাতের মতো কৌশলগত খাতে অত্যাবশ্যকীয় ভূমিকা পালন করে, যা মৌলিক পণ্য ও সেবা সরবরাহ এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসে অপরিহার্য। এদের একটি অংশ লোকসানে চলছে বিধায় সরকার দক্ষ ব্যবস্থাপনা, আর্থিক সংস্কার এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এদেরকে টেকসই ও লাভজনক অবস্থায় উন্নীতকরণের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। এরই অংশ হিসেবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৯০টি SOE-এর বাজেট পর্যালোচনা, ১০১টি সংস্থার Debt and Contingent Liability (DCL) রিপোর্ট প্রণয়ন এবং ২০টির Independent Performance Evaluation (IPE) করে উন্নয়ন কৌশল তৈরি করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে SOE-এর জন্য সরকারের মোট অনুদান প্রায় ৯.২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১,৫৩৯.৫৪ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। তবে, ১০১টি সংস্থার আর্থিক ঝুঁকি মূল্যায়নে ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে তাদের মোট দেনার পরিমাণ ছিল ৬৩,৯৭,৮২৫.৮০ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে ২৪টি সংস্থার সম্ভাব্য দায় ছিল ১,৮৫,৯০৭.৪৪ মিলিয়ন টাকা, যা SOE-এর আর্থিক ব্যবস্থাপনায় চ্যালেঞ্জ এবং একইসাথে সরকারের সংস্কারমূলক পদক্ষেপের গুরুত্বকে তুলে ধরে।

(ক) স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত এবং সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা অপরিহার্য। মূলত অলাভজনকভিত্তিতে স্বল্পমূল্যে বা বিনা মূল্যে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ সকল প্রতিষ্ঠান আইন বা অধ্যাদেশমূলে সৃজন করা হয়। সরকারি চাকুরি আইন ২০১৮ অনুযায়ী স্ব-শাসিত সংস্থা অর্থ আপাতত বলবৎ কোনো আইনের বিধান দ্বারা অথবা তার অধীনে প্রতিষ্ঠিত বা গঠিত এবং স্ব-শাসনে পরিচালিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোনো কমিশন অথবা কোনো কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন, ইনস্টিটিউশন বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, যার স্বতন্ত্র আইনগত সত্তা রয়েছে [ধারা-২ (১৮)]। এ প্রতিষ্ঠানসমূহ জনসেবা প্রদান, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ, পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদ বা গভর্নিং বডির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় অধিকতর সরকারের স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে থাকে।

স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে সহায়তা প্রদান করা হয়, যা অনুদান (Grants in Aid) বলে পরিচিত। এ অনুদানের পরিমাণ প্রতিষ্ঠানের চাহিদা এবং নিজস্ব আয়ের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে। স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের স্ব স্ব আইনে তাদের নিজস্ব তহবিল গঠনের বিধান রয়েছে। উক্ত তহবিলে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়, নিকট হতে প্রাপ্ত অনুদান, দেশি বা বিদেশি সংস্থা হতে প্রাপ্ত ঋণ এবং অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত আয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

বাংলাদেশে বর্তমানে ২৩০টি স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ১৯টি কর্তৃপক্ষ, ১১টি কমিশন, ২৭টি বোর্ড, ৫৮টি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৫টি একাডেমি, ৩৩টি ইনস্টিটিউট, ২৩টি কাউন্সিল, ১৮টি ট্রাস্ট, ১০টি ফাউন্ডেশন, ০৫টি কেন্দ্র, ০৫টি সংস্থা এবং ০৬টি বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে (সংযোজনী-১)।

এছাড়া, বাংলাদেশে ০৭ ধরনের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সংশ্লিষ্ট আইন অনুসারে এ সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে পরিগণিত। এ সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১২টি সিটি কর্পোরেশন, ৩২৯টি পৌরসভা, ৬১টি জেলা পরিষদ, ৪৯৫টি উপজেলা পরিষদ, ৪৫৭৩টি ইউনিয়ন পরিষদ, ০৩টি পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং ০১টি পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদসহ মোট ৫,৪৭৪টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে Transfer-এর মাধ্যমে অর্থায়ন করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে নতুন নতুন স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হচ্ছে। সরকারি সেবা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সুফল জনসাধারণের নিকট পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিগত এক দশকে ৬৬টি প্রতিষ্ঠান (২০১৪ -২টি, ২০১৫ -৫টি, ২০১৬ -১১টি, ২০১৭ -৪টি, ২০১৮ -১৩টি, ২০১৯ -৬টি, ২০২০ -৬টি, ২০২১ -৪টি, ২০২২ -২টি ও ২০২৩ -১৩টি) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহে বরাদ্দকৃত বার্ষিক অনুদান (Grants in Aid)

স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রতিবছর সরকার পরিচালন (Operating) ও উন্নয়ন (Development) খাতে অনুদান (Grants in Aid) বাবদ আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করে থাকে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিচালন খাতে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১০,১৩৭.৯২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এ বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দাঁড়ায় ১৮,১২১.৮২ কোটি টাকায়। উন্নয়ন বরাদ্দের ক্ষেত্রে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১১০টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২৪,১৯৮.৪৭ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়, যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দাঁড়ায় ৮৫,৬৫৯.০২ কোটি টাকায়। বিগত ২০২০-২১ অর্থবছর হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত এ সকল প্রতিষ্ঠানে পরিচালন ও উন্নয়ন খাতে সরকারের মোট বরাদ্দ নিয়ে প্রদর্শিত হলো (লেখচিত্র ৯.১ ও লেখচিত্র ৯.২):

লেখচিত্র ৯.১: বিগত ৫ অর্থবছরে স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান (অন্যান্য ধরনের প্রতিষ্ঠানসহ) এর জন্য পরিচালন খাতে বরাদ্দকৃত অনুদানের পরিমাণ

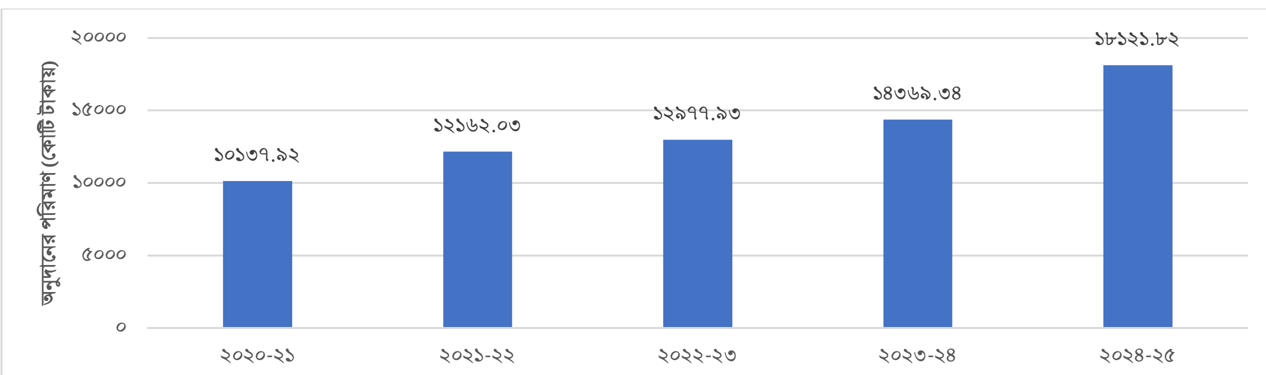

উৎস: iBAS++

লেখচিত্র ৯.২: বিগত ৫ অর্থবছরে স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান (উন্নয়ন অনুদানপ্রাপ্ত রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান/কোম্পানিসহ) এর জন্য উন্নয়ন খাতে বরাদ্দকৃত অনুদানের পরিমাণ (কোটি টাকা)

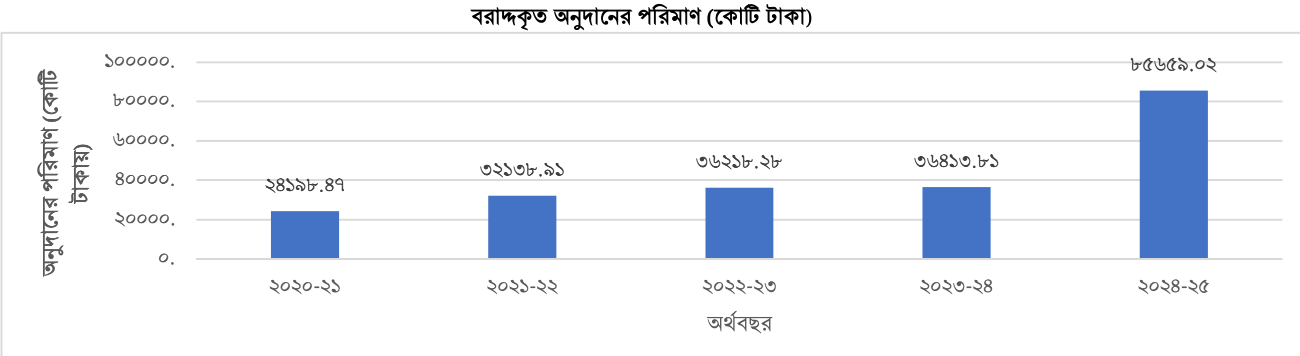

উৎস: iBAS++

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২৩০টি স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসহ মোট ২৭৯টি বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানকে পরিচালন ব্যয় বাবদ ১৮,১২১.৮২ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে ১৭৪টি স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানকে ১৬,৭১২.০০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। শতকরা হিসেবে স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরিচালন খাতে মোট প্রদত্ত অনুদানের ৯২.২২ শতাংশ প্রদান করা হয় এবং অন্যান্য ধরনের ১০৫টি প্রতিষ্ঠানকে পরিচালন বাবদ মোট ১,৪০৯.৮২ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়, যা অনুদান বাবদ মোট বরাদ্দের ৭.৭৮ শতাংশ (লেখচিত্র ৯.৩)।

উন্নয়ন অনুদানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১১১টি বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানকে ৮৫,৬৫৯.০২ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৬২টি স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানকে ৩৮,৫০২.০০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়, যা মোট উন্নয়ন অনুদানের প্রায় ৪৪.৯৫ শতাংশ। অপরদিকে অন্যান্য ধরনের ৪৯টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৪৭,১৫৭.০২ কোটি টাকা বা মোট উন্নয়ন অনুদানের ৫৫.০৫ শতাংশ প্রদান করা হয় (লেখচিত্র ৯.৪)।

লেখচিত্র ৯.৩: ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পরিচালন খাতে স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দকৃত অনুদানের পরিমাণ (কোটি টাকা)

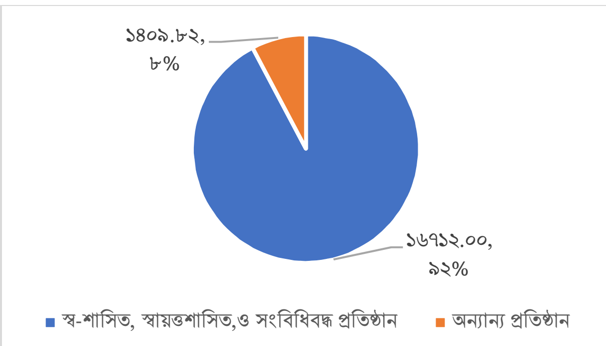

উৎস: iBAS++

লেখচিত্র ৯.৪: ২০২৪-২৫ অর্থবছরে উন্নয়ন খাতে স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দকৃত অনুদানের পরিমাণ (কোটি টাকা)

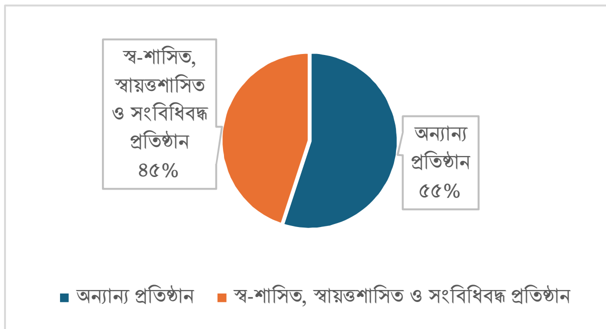

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক অনুদান পর্যালোচনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক অনুদান

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানকে পরিচালন ও উন্নয়ন অনুদান বাবদ মোট ১,০৩,৭৮০.৮৪ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়, যা জাতীয় বাজেটের ১৩.০২ শতাংশ এবং জিডিপির ১.৮৫ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রদত্ত মোট অনুদানের পরিমাণ ৫৫,২১৪.০০ কোটি টাকা, যা জাতীয় বাজেটের ৬.৯২ শতাংশ এবং জিডিপির ০.৯৮ শতাংশের সমান।

মন্ত্রণালয় ভিত্তিক বরাদ্দ পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৭৪টি স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিচালন খাতে ১৬,৭১২.০০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। পরিচালন খাতে সর্বোচ্চ অনুদান প্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ১৪,৬৯৮.০৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে (লেখচিত্র ৯.৫)। এ ১০টি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দের পরিমাণ পরিচালন খাতে স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বরাদ্দকৃত মোট অনুদানের প্রায় ৮৮ শতাংশ।

অপরদিকে, উন্নয়ন অনুদানের ক্ষেত্রে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের অনুকূলে বরাদ্দের পরিমাণ ৭১,৩৪০.৬৬ কোটি টাকা, যা উন্নয়ন খাতে স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দকৃত মোট অনুদানের ৮৩ শতাংশের অধিক। নিম্নে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৬২টি স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে উন্নয়ন খাতে বরাদ্দকৃত ৮৫,৬৫৯.০২ কোটি টাকা অনুদানের মধ্যে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রাপ্ত অনুদানের পরিমাণ প্রদর্শিত হলো (লেখচিত্র ৯.৬):

লেখচিত্র ৯.৫: ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পরিচালন খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রাপ্ত অনুদানের পরিমাণ (কোটি টাকা)

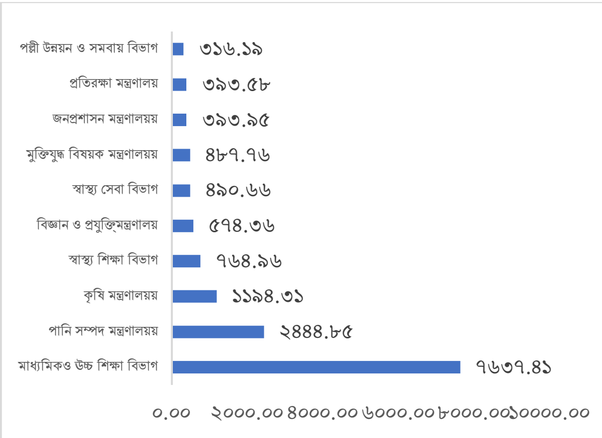

লেখচিত্র ৯.৬: ২০২৪-২৫ অর্থবছরে উন্নয়ন খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রাপ্ত অনুদানের পরিমাণ (কোটি টাকা)

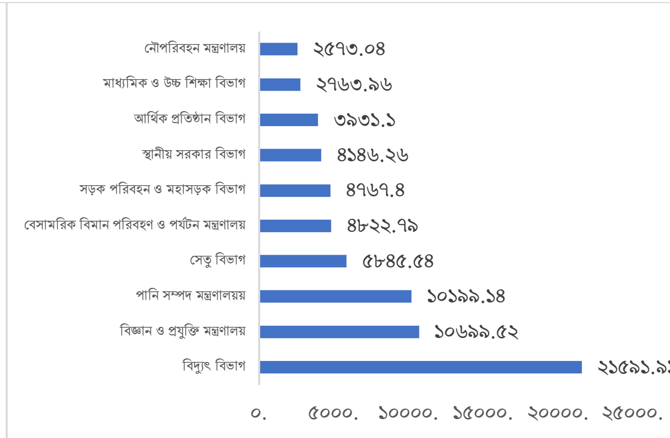

উৎস: iBAS++

প্রতিষ্ঠানভিত্তিক অনুদান

প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৭৪টি স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিচালন খাতে সর্বোচ্চ অনুদান প্রাপ্ত ১০টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১১,০৯৮.১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে (লেখচিত্র ৯.৭)। এ ১০টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পরিচালন খাতে স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত মোট অনুদানের ৬১ শতাংশের অধিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে, উন্নয়ন অনুদানের ক্ষেত্রে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রাপ্ত ১০টি প্রতিষ্ঠান (উন্নয়ন অনুদানপ্রাপ্ত রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান/কোম্পানিসহ) এর অনুকূলে ৩৩,৭৯৫.৬০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। এ ১০টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে উন্নয়ন খাতে স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বরাদ্দকৃত মোট অনুদানের ৮৭ শতাংশের অধিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে উন্নয়ন খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি প্রতিষ্ঠানের অনুদানের পরিমাণ প্রদর্শিত হলো (লেখচিত্র ৯.৮):

লেখচিত্র ৯.৭: ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পরিচালন খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত অনুদানের পরিমাণ (কোটি টাকা)

লেখচিত্র ৯.৮: ২০২৪-২৫ অর্থবছরে উন্নয়ন খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত অনুদানের পরিমাণ (কোটি টাকা)

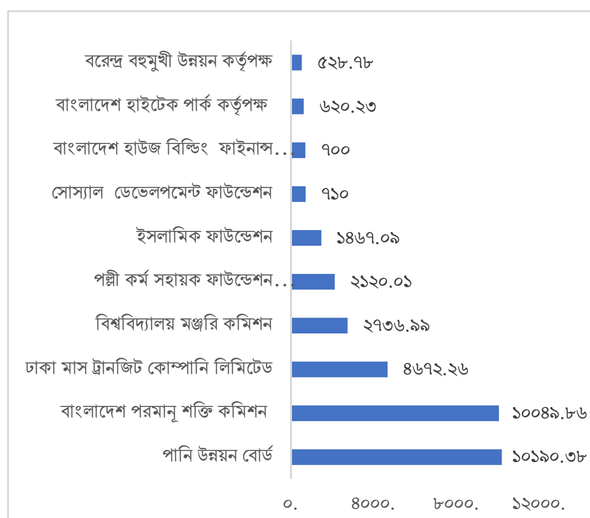

উৎস: iBAS+

স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বনির্ভরতা

২০২৪-২৫ অর্থবছরে পরিচালন খাতে অনুদানপ্রাপ্ত ১৭৪টি স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৮৮টি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কোনো আয় নেই। ৮৬টি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয় থাকলেও সম্মিলিতভাবে এ আয়ের পরিমাণ ২,০৫১.৭১ কোটি টাকা। এ আয় দ্বারা প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট পরিচালন ব্যয়ের মাত্র ১০.৫২ শতাংশ নির্বাহ করা সম্ভব। স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন খাত যেমন- কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, সংস্কৃতির বিকাশ, ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়ের অপ্রতুলতার জন্য সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং নিজস্ব আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব।

(খ) অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশের শিল্প, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, কৃষি ও পরিবহন খাতের মতো কৌশলগত ক্ষেত্রগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং মৌলিক সেবা ও পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে দেশের আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অপরিহার্য। পাশাপাশি, তারা কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এদের একটি অংশ দীর্ঘদিন যাবৎ লোকসানে চললেও বর্তমানে সরকার দক্ষ ব্যবস্থাপনা, আর্থিক সংস্কার এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এদেরকে টেকসই ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের উদ্যোগ নিয়েছে। এই সংস্কারের অংশ হিসেবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৯০টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের বাজেট পর্যালোচনা, ১০১টি সংস্থার নিরীক্ষিত হিসাবের ভিত্তিতে Debt and Contingent Liability (DCL) রিপোর্ট প্রণয়ন এবং ২০টি প্রতিষ্ঠানের Independent Performance Evaluation (IPE) করে দুর্বল পারফর্মারদের জন্য উন্নয়ন কৌশল তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাসিফিকেশন (BSIC) অনুসারে, বাজেট কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ৯০টি অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান এবং পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিকে ৭টি ভিন্ন খাতে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। খাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা সংযোজনী ৯.২ এ দেখানো হলো।

অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়, ব্যয় এবং সরকারি কোষাগারে অবদান বিশ্লেষণ

অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কতিপয় প্রতিষ্ঠান নিজস্ব আয়ে পরিচালিত এবং কতিপয় প্রতিষ্ঠান নিজস্ব আয়ের পাশাপাশি সরকারি অনুদানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেল হতে প্রতিবছর সে সকল প্রতিষ্ঠানের বাজেট প্রকাশ করা হয়ে থাকে। চলমান Public Financial Reform কার্যক্রমের অধীনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানকে মনিটরিং ও সুপারভিশনের আওতায় আনা হয়েছে। পূর্বে অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেল হতে ৪৯টি প্রতিষ্ঠানের বাজেট পর্যালোচনা করা হলেও, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে SABRE+ নামক সমন্বিত অনলাইন ডাটাবেজের মাধ্যমে ৭১টি এবং অফলাইনে ১৯টিসহ সর্বমোট ৯০টি SOE-এর বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির (৮০টি) বাজেটও প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সাথে সরাসরি ও ভার্চুয়াল আলোচনার ভিত্তিতে এই ৯০টি SOE-এর এবং ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির (একত্রে) ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে আয়-ব্যয়, উদ্বৃত্ত, বিনিয়োগ এবং লভ্যাংশসহ অন্যান্য আর্থিক তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। সারণি ৯.১ এ প্রস্তুতকৃত বাজেটের সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন কর হলো।

সারণি ৯.১: ৯০টি SOE এবং ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির (একত্রে) প্রস্তুতকৃত বাজেটের সারসংক্ষেপ

(অংকসমূহ কোটি টাকায়)

বিবরণ	সংশোধিত বাজেট ২০২৪-২৫	বাজেট ২০২৪-২৫	হিসাব ২০২৩-২৪
১. পরিচালন আয়	৪৫৪৫০৩.৮৯	৪৬৬৪২৯.৯০	৪১৯০৪৪.৪০
২. অ-পরিচালন আয়	৫৫৮২৮.০০	৫২০৯২.৩৮	৫০৯৩৪.১৮
ক. মোট আয় (১ + ২)	**৫১০৩৩১.৮৯**	**৫১৮৫২২.২৮**	**৪৬৯৯৭৮.৫৮**
৩. পরিচালন ব্যয়	৪৫৬৭৬৮.৮১	৪৬২৮০৬.৬৯	৪০৭৮৮৭.৯২
৪. অ-পরিচালন ব্যয়	৮২৩২.৫২	৮৮৬৭.২৬	৯৯৪৬.৭৮
খ. মোট ব্যয় (৩ + ৪)	**৪৬৫০০১.৩৩**	**৪৭১৬৭৩.৯৫**	**৪১৭৮৩৪.৭০**
উদ্বৃত্ত/(ঘাটতি) (ক-খ)	**৪৫৩৩০.৫৬**	**৪৬৮৪৮.৩৩**	**৫২১৪৩.৮৮**
৫. মূলধনি ব্যয়	৩৩৪৯৪.১৩	৪২৭৭৯.৫৪	২৫১৯৪.৫০
৬. লভ্যাংশ প্রদান	১২১১.০৪	১০০৩.২৭	১০২৬.০৫
৭. পরিশোধিত কর	৪১৩৬২.৬৪	৩৪৫৪১.২০	৪২৭৩৪.৭৮
৮. উদ্বৃত্ত তহবিল হতে পরিশোধ	৩৭৮২.৫৮	৩০৬৯.০৯	৪২০০.১৬
সরকারি কোষাগারে মোট অবদান (৬ + ৭ + ৮)	**৪৬৩৫৬.২৬**	**৩৮৬১৩.৫৬**	**৪৭৯৬০.৯৯**

উৎস: মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট আয় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় ৮.৫৯ শতাংশ এবং পরিচালন আয় ৮.৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। একই সময়ে, মোট ব্যয় ১১.২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে মর্মে প্রত্যাশা করা যাচ্ছে। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলো, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মূলধনি বিনিয়োগ ব্যয় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের তুলনায় ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা সরকারের একটি সম্প্রসারণমূলক মূলধন কৌশল নির্দেশ করে। সামগ্রিকভাবে, এই আর্থিক পরিকল্পনাটি শক্তিশালী আয় প্রবৃদ্ধি এবং কৌশলগত মূলধনি বিনিয়োগ লক্ষ্যকে প্রতিফলিত করে। লেখচিত্র ৯.৯(ক), ৯.৯(খ), ৯.৯(গ) এ অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

লেখচিত্র ৯.৯ (ক) অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন ব্যয়

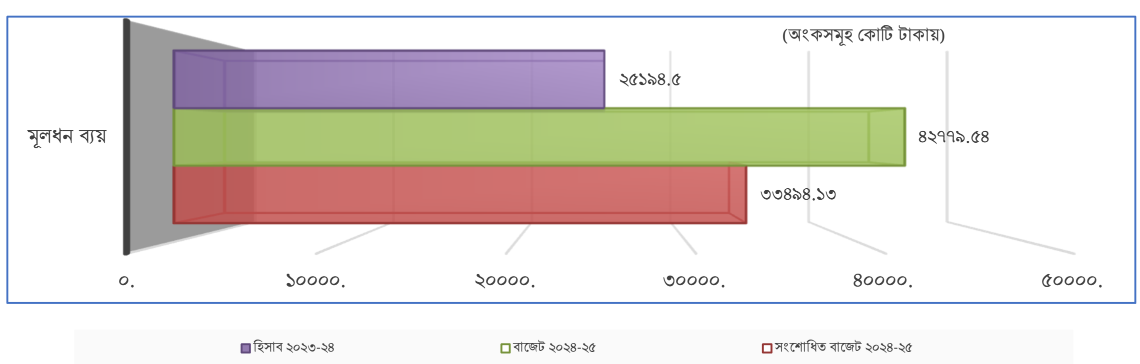

লেখচিত্র ৯.৯(খ) রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়, ব্যয় এবং উদ্বৃত্ত

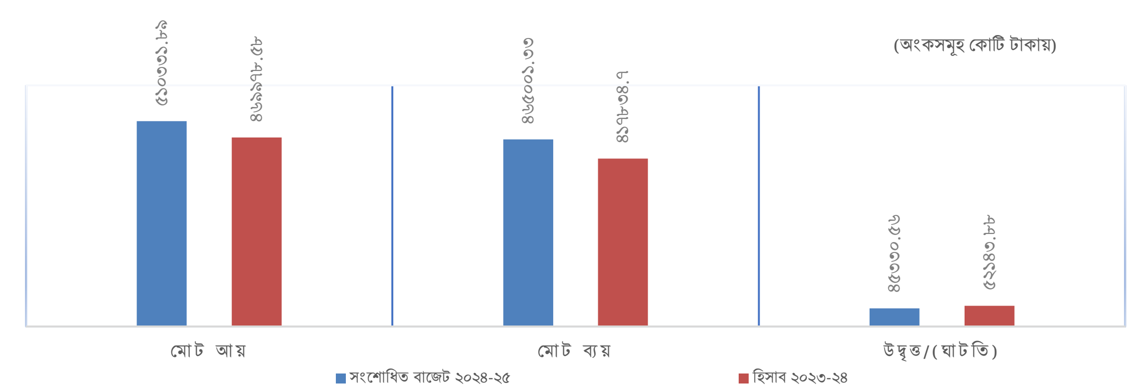

লেখচিত্র ৯.৯ (গ) ২০২৪-২৫ অর্থবছরে
রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক লভ্যাংশ, কর ও সংস্থার উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান

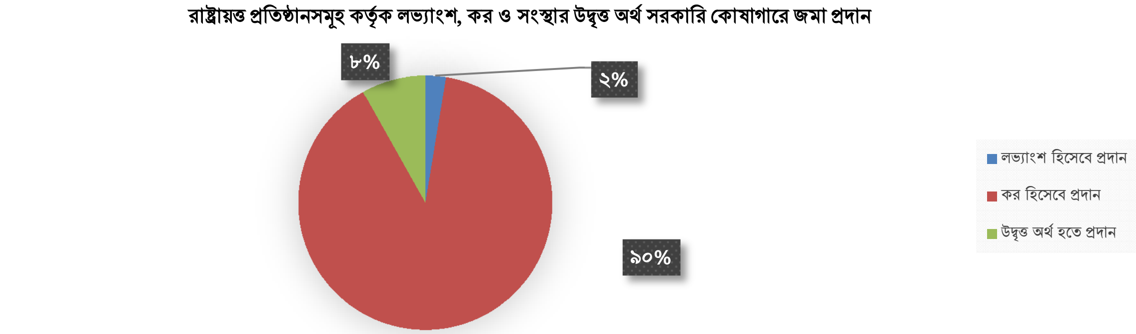

উৎস: মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প সেক্টরের সাম্প্রতিক অবস্থা

সাম্প্রতিক তিন অর্থবছরের তথ্য অনুযায়ী শিল্প সেক্টরের রাষ্ট্রায়ত্ত করপোরেশনগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) ইউরিয়া উৎপাদন ও বিক্রয় থেকে রাজস্ব আয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৫.৫ লাখ মে. টন ইউরিয়া সার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং বিক্রয় রাজস্ব ৩,০৯১.০৩ কোটি থেকে ৭,৬৫৭.৬৫ কোটি টাকায় উন্নীত হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যেখানে ২০২১-২২ অর্থবছরের ১০.১০ লাখ মে. টন ইউরিয়া সার উৎপাদন হয়েছিল। বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন (বিটিএমসি) দীর্ঘদিন ধরে উৎপাদনহীন। অন্যদিকে ব্যয় অব্যাহত থাকার কারণে বিটিএমসি অনবরত লোকসানের মুখোমুখি হচ্ছে। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি) এর উৎপাদন ও রাজস্ব বৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হয়েছে। ফলে লোকসানের পরিমাণ কমবে মর্মে প্রত্যাশা করা যাচ্ছে, যা প্রতিষ্ঠানটির পুনরুদ্ধারের ইঙ্গিত বহন করে। বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি) কার্যত উৎপাদন বন্ধ থাকায় ধারাবাহিকভাবে লোকসান বহন করছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) এর মোটরযান ও মোটরসাইকেল উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ফলে বিক্রয় রাজস্ব ও নিট মুনাফা উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানটি প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে মর্মে প্রত্যাশা করা হয়েছে। শিল্প সেক্টরের কতিপয় রাষ্ট্রায়ত্ত কর্পোরেশনের উৎপাদন ও আর্থিক অবস্থার বিবরণ পরিশিষ্ট ২০.১, ২০.২ ও ২০.৩ এ দেখানো হলো।

সরকার কর্তৃক অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে সহায়তা প্রদান

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের চলতি ব্যয় মেটানো, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও জরুরি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকার অনুদান প্রদান করে, যা অর্থনীতির মৌলিক খাতসমূহকে সচল রাখাসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে প্রয়োজনীয় সেবা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে সামগ্রিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে, এই অনুদানের ফলপ্রসূ ব্যবহার ও টেকসই উন্নয়নে অবদান নিশ্চিত করতে অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেল সংস্থাগুলোর আর্থিক সক্ষমতা পর্যালোচনা করে আসছে। সারণি ৯.২ এ ১৫টি অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিগত তিন বছরে সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত অনুদান সম্পর্কিত তথ্য উল্লেখ করা হলো।

সারণি ৯.২: রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের অনুকূলে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান

(অংকসমূহ কোটি টাকায়)

প্রতিষ্ঠানের নাম	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫ (সংশোধিত)
১. বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করপোরেশন	০.৫০	০.৫০	০.৫০
২. রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	৩.১৮	৩.১০	৪.৫০
৩. বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ	৫১৯.২৬	৫১০.৩১	৫৬৭.২১
৪. বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন	১৯৪.০৬	১৯১.১০	১৯২.৩১
৫. বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড	৩০.০৬	২৩.৭১	২৯.০৯
৬. রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ	২৫.৪১	১২.৯১	১২.০০
৭. বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)	৪৫৬.৩০	৪৬৬.৮৬	৪৮৩.০১
৮. জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ	১৮.৭২	১৫.০২	১৫.০২
৯. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ	৪৪.১৩	৪১.৩২	৩৭.৪৬
১০. খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ	১৬.০০	১১.৪৩	১১.৭৩
১১. রাজশাহী পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ	২৪.১৬	১৭.৭০	১৩.০০
১২. নভোথিয়েটার	৫.৫৭	৭.১২	৪.৫২
১৩. কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	৭.৫৫	৬.৭০	৯.৯০
১৪. বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)	৬২.৩৬	৪৪.৭৫	৪৯.৫৬
১৫. পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ	৮৭.৪১	৫৬.৫৪	১০৯.৭৩
মোট	**১৪৯৪.৬৭**	**১৪০৯.০৭**	**১৫৩৯.৫৪**

উৎস: মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে মোট ১,৫৩৯.৫৪ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রায় ৯.২৬ শতাংশ বেশি। এই অনুদানের সিংহভাগই পেয়েছে তিনটি প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (৫৬৭.২১ কোটি টাকা বা ৩৬.৮৫%), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (৪৮৩.০১ কোটি টাকা বা ৩১.৩৮%) এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (১৯২.৩১ কোটি টাকা বা ১২.৪৯%)। অন্যদিকে, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন (উপকূলীয় রুটে নৌযান পরিচালনার জন্য), কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, নভোথিয়েটার ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো তুলনামূলকভাবে কম অনুদান পেয়েছে।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বাধীন কার্যসম্পাদন মূল্যায়ন

অর্থ বিভাগের Strengthening of State-Owned Enterprises' Governance স্কিমের আওতায় অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেল রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সুশাসন, দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বাড়াতে Independent Performance Evaluation Guidelines (IPEG) প্রণয়ন করেছে। এই IPEG-এর উদ্দেশ্য হলো স্বাধীন মূল্যায়নের মাধ্যমে সেবা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও পেশাজীবীদের নিয়ে গঠিত ১৩ সদস্যের নিরপেক্ষ কমিটি এবং ৩টি Evaluation Research Team (ERT) এর তত্ত্বাবধানে এই মূল্যায়ন পরিচালিত হয়। পূর্ববর্তী বছরে ১০টি সংস্থার Independent Performance Evaluation (IPE) সম্পন্ন করা হলেও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২০টি প্রতিষ্ঠানের উপর (পূর্বের ১০টিসহ) IPE সম্পন্ন হয়েছে এবং অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে, যেখানে তাদের নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও অ-আর্থিক কার্যক্রমের অর্জিত টার্গেট বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই মূল্যায়ন চক্রে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে তিন বছরের জন্য নির্বাচন করা হয়। সারণি ৯.৩ এ রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের গ্রেডিং মানদণ্ড এবং লেখচিত্র ৯.১০ এ ২০টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার গ্রেড অনুযায়ী IPE ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ৯.৩: গ্রেডিং মানদণ্ড (স্কোর অনুযায়ী)

গ্রেড	স্কোর	শতকরা হার (%)
চমৎকার (Excellent)	৪.০০	৯১%–১০০%
খুব ভালো (Very Good)	৩.০০–৩.৯৯	৮১%–৯০%
ভালো (Good)	২.০০–২.৯৯	৭১%–৮০%
গড় (Fair)	১.০০–১.৯৯	৪১%–৭০%
অদক্ষ (Underperforming)	০.০০–০.৯৯	০%–৪০%

উৎস: মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

লেখচিত্র ৯.১০: ২০টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার গ্রেড অনুযায়ী IPE ফলাফল

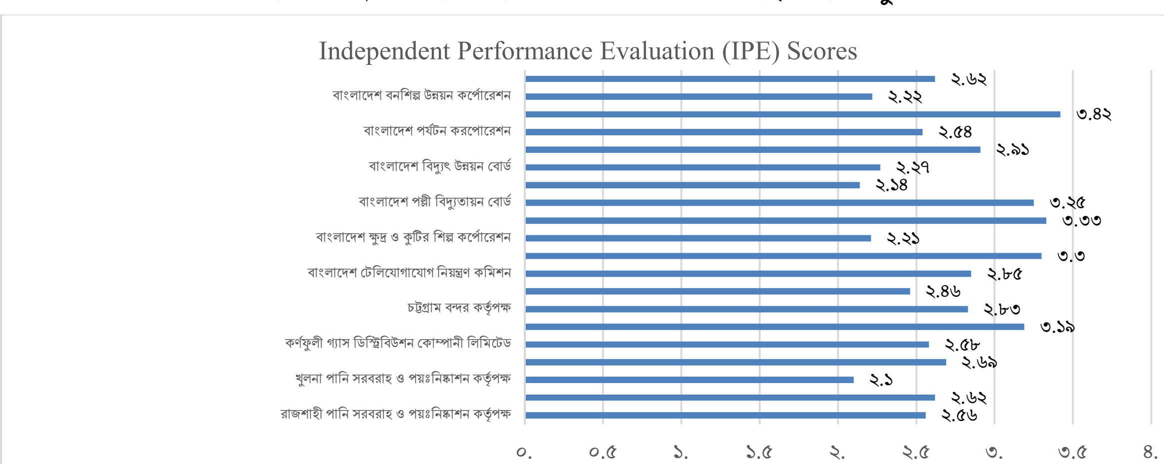

উৎস: মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার দেনা ও সম্ভাব্য দায়

রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর দেনা ও সম্ভাব্য দায় নিরূপণের জন্য অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ‘The Procedure to Debt and Contingent Liability of SoEs/ABs (DCL)' অনুযায়ী, মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১০১টি সংস্থার দেনা ও সম্ভাব্য দায় বিবরণী প্রকাশ করে অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। এই বিবরণী অনুসারে, ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে সংস্থাগুলোর মোট দেনা ছিল ৬৩,৯৭,৮২৫.৮০ মিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে ২৪টি সংস্থার সম্ভাব্য দায় (Contingent Liability) ১,৮৫,৯০৭.৪৪ মিলিয়ন টাকা।

আর্থিক অনুপাত দ্বারা ঝুঁকি মূল্যায়ন পদ্ধতি

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন আর্থিক অনুপাতের নির্দিষ্ট মানদণ্ড (threshold) ব্যবহার করে তাদের অবস্থানকে পাঁচটি ঝুঁকি স্তরে (সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন) শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। এই বিশ্লেষণে, কস্ট রিকভারি অনুপাত ≥১.৫ হলে তা কম ঝুঁকি ও <০.৭৫ হলে তা অদক্ষতা নির্দেশ করে; রিটার্ন অন ইকুইটি (RoE) ≥১৫% হলে তা শক্তিশালী মুনাফা যোগ্যতা ও <-১০% হলে তা তীব্র আর্থিক দুরবস্থা প্রকাশ করে। তারল্যের জন্য চলতি অনুপাত ≥২.০ হলে তা স্বল্পমেয়াদি দায় পরিশোধে ভালো সক্ষমতা এবং <১ হলে তা নগদ প্রবাহের সংকট নির্দেশ করে। অন্যদিকে, ক্রেডিটর টার্নওভার <৩০ দিন আদর্শ পরিশোধ শৃঙ্খলা ও >১২০ দিন বিলম্বিত পরিশোধ প্রবণতা বোঝায়। দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতার জন্য, ডেট-টু-অ্যাসেটস অনুপাত <০.২৫ এর কম হলে তা ঋণনির্ভরতা এবং ≥১.০ হলে তা দেউলিয়াত্বের ঝুঁকি নির্দেশ করে; আর Debt to EBITDA Ratio <১.৫ হলে তা নিরাপদ ঋণ পরিশোধ সক্ষমতা ও >৫ হলে তা ঋণের বোঝা বহনের অক্ষমতাকে প্রকাশ করে। এই মানদণ্ডগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে কার্যকরভাবে তদারকি ও সময়োচিত পদক্ষেপের জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করে। সারণি ৯.৪ এবং লেখচিত্র ৯.১১ এ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১০১টি রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার আর্থিক ঝুঁকি মূল্যায়ন সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ৯.৪: স্কোর অনুযায়ী ঝুঁকির স্তর

গ্রেড	স্কোর রেঞ্জ	SoEs/ABs এর সংখ্যা
অত্যন্ত কম (Very low)	≤ ১.৪৯	২
কম (Low)	১.৫০ – ২.৪৯	২০
মধ্যম (Moderate)	২.৫০ – ৩.৪৯	৩৭
উচ্চ (High)	৩.৫০ – ৪.৪৯	২৮
অত্যন্ত উচ্চ (Very high)	≥ ৪.৫০	১৪

উৎস: মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

লেখচিত্র ৯.১১: ১০১টি SoEs/ABs-এর রাজস্ব ঝুঁকি স্তর

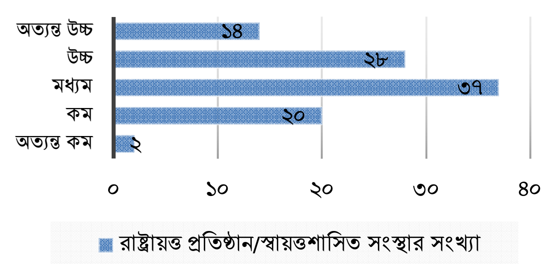

উৎস: মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর সংস্কার সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য

- ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মূল্যায়িত ২০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে IPEC কর্তৃক Under performing হিসেবে সুপারিশকৃত বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের জন্য পারফরম্যান্স ইমপ্রুভমেন্ট স্ট্র্যাটেজি (PIS) রিপোর্ট প্রণয়ন করে অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে ও রিপোর্ট অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- সকল SoE/AB-এর আইনগত কাঠামো, বিধি-বিধান, আর্থিক ও অ-আর্থিক তথ্য এবং সুশাসন সূচকসহ তথ্য সংরক্ষণের জন্য SABRE+ নামক একটি সমন্বিত ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে;
- ১২৭টি প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণ (Audited Financial Statement) অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে;

- আর্থিক ব্যবস্থাপনা সুসংহতকরণ এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সকল অ-আর্থিক সরকারি সংস্থা ও সংশ্লিষ্টদের জন্য একটি সাধারণ নীতি আচরণ সংহিতা (Code of Conduct) প্রণয়ন করা হয়েছে;

- Registrar of Joint Stock Companies and Firms (RJSC) এ তালিকাভুক্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোর বোর্ডে কমপক্ষে ২০ শতাংশ স্বাধীন পরিচালক (Independent Director) নিয়োগ এবং তাদের যোগ্যতা সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;

- স্থায়ী সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে Property, Plant, Equipment (PPE) ও অন্যান্য সম্পদের জন্য ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক হিসাব মান IAS/IFRS) এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সরকারি সম্পদের ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও একরূপতা বজায় রাখার ভিত্তি স্থাপন করে।

সংযোজনী ৯.১: প্রতিষ্ঠানের ধরণ অনুসারে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের তালিকা

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম
কর্তৃপক্ষ	
১.	গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
২.	সিলেট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
৩.	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
৪.	টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)
৫.	বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
৬.	বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ
৭.	মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি
৮.	হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
৯.	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
১০.	ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ
১১.	সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব কর্তৃপক্ষ
১২.	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
১৩.	নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
১৪.	বাংলাদেশ মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ
১৫.	নারায়ণগঞ্জ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (নারায়ণগঞ্জ ওয়াসা)
১৬.	বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি
১৭.	বাংলাদেশ বেতার কর্তৃপক্ষ
১৮.	বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ
১৯.	সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ
কমিশন	
২০.	দুর্নীতি দমন কমিশন
২১.	জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
২২.	সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
২৩.	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
২৪.	ট্রেড ও ট্যারিফ কমিশন
২৫.	তথ্য কমিশন
২৬.	পরমাণু শক্তি কমিশন
২৭.	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
২৮.	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন
২৯.	পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন
৩০.	আইন কমিশন
ইনস্টিটিউট	
৩১.	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
৩২.	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
৩৩.	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)
৩৪.	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)
৩৫.	বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট
৩৬.	বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট
৩৭.	বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট
৩৮.	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
৩৯.	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
৪০.	জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
৪১.	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট
৪২.	শিশু মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট
৪৩.	বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট
৪৪.	বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
৪৫.	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ
৪৬.	নজরুল ইনস্টিটিউট
৪৭.	দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ
৪৮.	ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড সেক্রেটারিজ
৪৯.	ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট
৫০.	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট
৫১.	বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট
৫২.	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি
৫৩.	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
৫৪.	হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট
৫৫.	প্রেস ইনস্টিটিউট
৫৬.	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট
৫৭.	জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট
৫৮.	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট বান্দরবান
৫৯.	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট খাগড়াছড়ি
৬০.	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট রাঙ্গামাটি
৬১.	বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট
৬২.	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পার্লামেন্টারি স্ট্যাডিজ
কাউন্সিল	
৬৩.	বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল
৬৪.	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)
৬৫.	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
৬৬.	ফাইন্যানশিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল
৬৭.	বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল
৬৮.	বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল
৬৯.	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল
৭০.	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
৭১.	বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল
৭২.	বাংলাদেশ চিকিৎসা শিক্ষা অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
৭৩.	বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল
৭৪.	বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ
৭৫.	বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (বিএমআরসি)
৭৬.	বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল
৭৭.	বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল
৭৮.	বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

৭৯.	বাংলাদেশ বার কাউন্সিল
৮০.	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
৮১.	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ
৮২.	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ
৮৩.	ক্যাডেট কলেজ কাউন্সিল
৮৪.	বাংলাদেশ প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল
ট্রাস্ট	
৮৫.	নিউরো ডেভলপমেন্ট সুরক্ষা ট্রাস্ট
৮৬.	জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ট্রাস্ট
৮৭.	ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট
৮৮.	হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
৮৯.	খ্রীস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
৯০.	বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট
৯১.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট
৯২.	সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট
৯৩.	কমিনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট
৯৪.	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
৯৫.	জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট
৯৬.	বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট
৯৭.	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট
৯৮.	বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট
৯৯.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট
১০০.	শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট
১০১.	The Santosh Islamic University Board of Trustees
ফাউন্ডেশন	
১০২.	জয়িতা ফাউন্ডেশন
১০৩.	জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
১০৪.	লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
১০৫.	জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন
১০৬.	ইসলামিক ফাউন্ডেশন
১০৭.	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন
১০৮.	পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন
১০৯.	ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন
১১০.	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এএমই)
১১১.	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)
প্রশাসক	
১১২.	বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসক
১১৩.	যাকাত ফান্ড প্রশাসক
একাডেমি	
১১৪.	বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স একাডেমি
১১৫.	জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি
১১৬.	পল্লী উন্নয়ন একাডেমি ,গোপালগঞ্জ
১১৭.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) কুমিল্লা

১১৮.	পল্লী উন্নয়ন একাডেমি বগুড়া
১১৯.	বাংলা একাডেমি
১২০.	বাংলাদেশ শিশু একাডেমি
১২১.	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কালচারাল একাডেমি
১২২.	মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি মৌলভীবাজার
১২৩.	ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠী কালচারাল একাডেমি রাজশাহী
১২৪.	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
১২৫.	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি
১২৬.	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি
১২৭.	পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর
১২৮.	পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর
বোর্ড	
১২৯.	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
১৩০.	বাংলাদেশ রাবার বোর্ড
১৩১.	পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বোর্ড (এপিএমবি)
১৩২.	বাংলাদেশ এ্যাক্রোডিটেশন বোর্ড
১৩৩.	বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
১৩৪.	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
১৩৫.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
১৩৬.	বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথ বোর্ড
১৩৭.	ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক বোর্ড
১৩৮.	ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড
১৩৯.	নিম্নতম মজুরি বোর্ড
১৪০.	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড
১৪১.	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
১৪২.	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
১৪৩.	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা
১৪৪.	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম
১৪৫.	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট
১৪৬.	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
১৪৭.	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী
১৪৮.	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর
১৪৯.	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল
১৫০.	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ
১৫১.	বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
১৫২.	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
১৫৩.	সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড
১৫৪.	বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড
কেন্দ্র	
১৫৫.	লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
১৫৬.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যান্সডক)
১৫৭.	কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
১৫৮.	জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র
১৫৯.	আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

সংস্থা	
১৬০.	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
১৬১.	জাতীয় মহিলা সংস্থা
১৬২.	বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা
১৬৩.	জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা
১৬৪.	বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো)
জাদুঘর	
১৬৫.	জাতীয় জাদুঘর
১৬৬.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
বিশ্ববিদ্যালয়	
১৬৭.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৬৮.	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
১৬৯.	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
১৭০.	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
১৭১.	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
১৭২.	ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়
১৭৩.	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
১৭৪.	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
১৭৫.	জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
১৭৬.	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়
১৭৭.	বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়
১৭৮.	বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
১৭৯.	রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ
১৮০.	নেত্রকোণা,বিশ্ববিদ্যালয়
১৮১.	কিশোরগঞ্জ, বিশ্ববিদ্যালয়
১৮২.	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্
১৮৩.	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
১৮৪.	উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
১৮৫.	ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়
১৮৬.	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
১৮৭.	ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
১৮৮.	চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
১৮৯.	খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
১৯০.	রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
১৯১.	বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়
১৯২.	বাংলাদেশ মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৩.	ইউনিভার্সিটি অফ ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি, বাংলাদেশ
১৯৪.	অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
১৯৫.	গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৬.	শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৭.	চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৮.	সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৯.	খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
২০০.	হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
২০১.	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
২০২.	হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
২০৩.	মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
২০৪.	গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
২০৫.	পিরোজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
২০৬.	পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
২০৭.	নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
২০৮.	যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
২০৯.	পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
২১০.	রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
২১১.	জামালপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
২১২.	চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
২১৩.	সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
২১৪.	কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
২১৫.	ঠাকুরগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়
২১৬.	মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়
২১৭.	নারায়ণগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
২১৮.	নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়
২১৯.	এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন
২২০.	বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
২২১.	রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
২২২.	চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়
২২৩.	সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
২২৪.	খুলনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	
২২৫.	এজেন্সি টু ইনোভেট (এটুআই)
২২৬.	বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)
২২৭.	বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান অ্যান্ড সার্জনস
২২৮.	ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, নওগাঁ
২২৯.	ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, দিনাজপুর
২৩০.	ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, হালুয়াঘাট

এছাড়া, ১২টি সিটি কর্পোরেশন, ৩২৯টি পৌরসভা, ৬১টি জেলা পরিষদ, ৪৯৫টি উপজেলা পরিষদ, ৪,৫৭৩টি ইউনিয়ন পরিষদ, ০৩টি পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং ০১টি পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদসহ মোট ৫,৪৭৪টি সংবিধিবদ্ধ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

সংযোজনী ৯.২: অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা

ক্রম	সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের নাম
সেক্টরঃ শিল্প (১৫টি প্রতিষ্ঠান)	
১.	বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ কর্পোরেশন
২.	বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন
৩.	বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন
৪.	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন
৫.	বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন
৬.	বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন
৭.	ইস্টার্ন কেবলস লিমিটেড
৮.	ইস্টার্ন টিউবস লিমিটেড
৯.	গাজী ওয়্যারস লিমিটেড
১০.	জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিমিটেড
১১.	এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড
১২.	ন্যাশনাল টিউবস লিমিটেড
১৩.	প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
১৪.	বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরি লিমিটেড
১৫.	ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লিমিটেড
সেক্টরঃ বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি (৩০টি প্রতিষ্ঠান)	
১৬.	বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)
১৭.	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
১৮.	ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
১৯.	চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
২০.	খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
২১.	রাজশাহী পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
২২.	পাওয়ার গ্রীড বাংলাদেশ পিএলসি
২৩.	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ
২৪.	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
২৫.	নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড
২৬.	ঢাকা ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড
২৭.	আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোং লিমিটেড
২৮.	নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড
২৯.	ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড
৩০.	কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড
৩১.	বি-আর পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড
৩২.	রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড
৩৩.	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড
৩৪.	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড
৩৫.	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি
৩৬.	রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড
৩৭.	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড
৩৮.	জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড
৩৯.	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
৪০.	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড
৪১.	মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড
৪২.	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড
৪৩.	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড
৪৪.	কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
৪৫.	সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড
সেক্টরঃ পরিবহণ ও যোগাযোগ (৯টি প্রতিষ্ঠান)	
৪৬.	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন
৪৭.	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন
৪৮.	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন
৪৯.	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
৫০.	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
৫১.	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ
৫২.	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
৫৩.	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন
৫৪.	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
সেক্টরঃ বাণিজ্য (১১টি প্রতিষ্ঠান)	
৫৫.	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
৫৬.	ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)
৫৭.	বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশন
৫৮.	ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড
৫৯.	মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড
৬০.	যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড
৬১.	পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড
৬২.	স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড
৬৩.	ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স পিএলসি
৬৪.	এলপি গ্যাস লিমিটেড
৬৫.	পেট্রোলিয়াম ট্রান্সমিশন কোম্পানি পিএলসি
সেক্টরঃ কৃষি ও মৎস্য (২টি প্রতিষ্ঠান)	
৬৬.	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন
৬৭.	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

সেক্টরঃ নির্মাণ (৬টি প্রতিষ্ঠান)	
৬৮.	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)
৬৯.	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
৭০.	রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
৭১.	খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
৭২.	কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
৭৩.	জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ
সেক্টরঃ সেবা (১৮টি প্রতিষ্ঠান)	
৭৪.	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
৭৫.	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন
৭৬.	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন
৭৭.	বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন
৭৮.	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
৭৯.	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ
৮০.	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ
৮১.	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন
৮২.	বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)
৮৩.	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
৮৪.	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
৮৫.	বাংলাদেশ চা বোর্ড
৮৬.	বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
৮৭.	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন
৮৮.	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ
৮৯.	বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)
৯০.	নভোথিয়েটার
৯১.	বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড)